দৈনিক জনকণ্ঠ

75

তারিখ 03 JUL 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদাসীনতার কারণে—

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদাসীনতায় দেশের ১৩৪টি সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে শূন্যতা ও সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে। ৬৪ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য। মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতর সরকারী কর্মকমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ তালিকা চূড়ান্ত করলেও তা এখন মন্ত্রণালয়ে ফাইলবন্দী। ৭০টিতে সহকারী প্রধান শিক্ষকদের প্রধান শিক্ষক পদে স্ববেতনে নিয়োগ দেয়া হলেও সঙ্কটের অবসান হয়নি। স্ববেতনে নিয়োগের কারণে কেউ কেউ কাজে যোগ দেননি। সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্তদের কারও কারও চাকরির মেয়াদ বিধি অনুযায়ী চার বছর পূর্ণ হয়নি বলেও অভিযোগ উঠেছে।

সূত্র জানায়, সারা দেশে ৩১৭টি সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর ১৩৪টিতেই প্রধান শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন থেকে খালি ছিল। মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতর ৭০টিতে সহকারী প্রধান শিক্ষকদের স্ববেতনে নিয়োগ দিয়েছে। নিয়োগপ্রাপ্তদের কেউ কেউ যোগদান না করায় ৭০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সঙ্কট পুরোপুরি দূর হয়নি।

সূত্র মতে, সরকার বাকি ৬৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে সরাসরি নিয়োগের উদ্যোগ নেয়। সরকারী কর্মকমিশন ৬৪ প্রধান শিক্ষক পদে দরখাস্ত আহ্বান করে ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসে। চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয় ১৯৯৭ সালের ৫ অক্টোবর। ৬৪ পদের বিপরীতে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছেন ২৮ জন মহিলা ও ২৪ জন পুরুষসহ মোট ৫২ জন।

মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের একটি সূত্র জানায়, চূড়ান্তভাবে নির্বাচিতদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্নের জন্য ফাইল পাঠানো হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। কিন্তু মন্ত্রণালয় চট জলদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেয়ায় প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদে নিয়োগ ক্রমশই দীর্ঘসূত্র হয়ে পড়ছে।